R. N. No. 2532/57 Phone : 66228 (Press), 67228 (Resi.)/STD 03483 Regd. No.—WB/MSD— 4

আলমারী, চেয়ার এবং
যাবতীয় ষ্টীল সরঞ্জাম বিক্রেতা
বি কে
ষ্টিল ফার্ণিচার
অনুমোদিত বিক্রেতা ষ্টিলকো
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাংক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৭শ বর্ষ
১৫শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৬ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪০৭ সাল।
২৩শে আগষ্ট, ২০০০ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

আত্মগোপন করে থাকা কুখ্যাত দুষ্কৃতি এনটিপিসির কোয়ার্টার থেকে ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় খুন-রাহাজানি, বোমা বিস্ফোরণ ও দাঙ্গা বাধানোর অভিযোগে গত ১৫ আগষ্ট সকালে ফরাক্কা এনটিপিসির নবারুণ এলাকার কোয়াটার নম্বর এ-৩৫ থেকে টমসন ওরফে জাহিরিন সেখকে (৪২) জঙ্গিপুরের সি, আই গ্রেপ্তার করেন। টমসনের বিরুদ্ধে বর্তমানে সাগরদীঘি থানায় তিনটি ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় দুটি কেস ঝুলছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালে সাগরদীঘির সেখদীঘি গ্রামে দিনের আলোয় প্রকাশ্যে চার ভায়ের হত্যার অন্যতম নায়ক ছিল টমসন। আরো জানা যায় ঐ কোয়াটারটি এনটিপিসির কর্মী তিলডাঙ্গার জিয়াউল হকের নামে থাকলেও মাসিক তিনশো টাকা ভাড়ায় ধৃত সমাজবিরোধী স্ত্রীসহ ওখানে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নির্বাচনে পঃ বঃ প্রাঃ শিক্ষক সমিতির সব প্রার্থীই পরাজিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৩০ জুলাই মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ নির্বাচনে পঃ বঃ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও শিক্ষক কল্যাণ সমিতির ১৫জন প্রার্থীই পরাজিত হলেন নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের কাছে। পঃ বঃ শিক্ষক সমিতির প্রার্থীদের সমর্থনে সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রচারে নেমেও কোন সুবিধা করতে পারেননি। জঙ্গিপুর মহকুমায় নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির তিন প্রার্থী আবদুল খালেক (১২৫৩), জয় চক্রবর্তী (১১৬৪) এবং গোলাম বাসেত (১১৪০) পরাজিত করেন তিন বিরোধী প্রার্থী যথাক্রমে বিমান হাজরা (৮৪২), অনিল দাস (৭০১) ও মহঃ জাকেরিয়া (৭২৯) কে। অন্যদিকে গত ৬ আগষ্ট সংসদে পঞ্চায়েত সমিতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলে এ বি টি এতে ধস

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার এবিটি এর অন্যতম প্রধান দুর্গ বলে খ্যাত মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলে সংগঠনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, গত ১৭ আগষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কল্যাণ চক্রবর্ত্তীসহ ১৮জন সক্রিয় সদস্য একযোগে পদত্যাগপত্র মহকুমা সম্পাদক সামিয়ত আলীর নিকট পেশ করেছেন। অনুরূপ প্রতিলিপি এবিটিএ-র জেলা সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়ের মোট ৩৫জন শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীর মধ্যে ৫জন সহকারী শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত এবং কয়েকজন নিষ্ক্রিয়। অনুসন্ধানে জানা যায় এই ফাটলের মূলে রয়েছে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ও যাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে যথেষ্ট ক্ষোভ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে সেই সুদীপ্ত দাসকে পিছনের দরজা দিয়ে পদে বসানোর এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। এর প্রধান (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরপতির উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ সন্দেহ তৃণমূল কংগ্রেসকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২২ আগষ্ট রাত ১০ নাগাদ জঙ্গিপুর পুরসভার চেয়ারম্যান ও সিপিএমের জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যর উপর তিনজন দুষ্কৃতি বোমা নিক্ষেপ করে। গামছায় বাঁধা অবস্থায় থাকায় ও কাছ থেকে গায়ে লাগায় বোমাটি ফাটেনি বলে পুলিশের অনুমান। বোমাটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করলেও দুষ্কৃতিদের কেউ ধরা পড়েনি। এব্যাপারে মৃগাঙ্কবাবু তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্জুর আলী যুক্ত আছে বলে মনে করেন। পুরপতি বলেন, রঘুনাথগঞ্জ পার্টি অফিস থেকে রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ বাড়ী ফিরছিলাম। প্রত্যেকদিনের অভ্যাস মতো বাড়ী আসার পথে বিভিন্ন (শেষ পৃষ্ঠায়)

সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ধিক্কার দিবস জেলাতেও

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কলকাতাসহ রাজ্যের সর্বত্র সংবাদ মাধ্যমের উপর ক্রমাগত আক্রমণের প্রতিবাদে ১৬ আগষ্ট বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘ 'ধিক্কার দিবস' পালন করে। সারা রাজ্যে শাসক দলের কর্মীরা যেভাবে সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে সংবাদ মাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে চাইছে তারই প্রতিবাদে সামিল হ'ন জেলার দৈনিক ও ক্ষুদ্র সংবাদপত্রের সাংবাদিকরা। সাংবাদিক সঙ্ঘের সম্পাদক প্রাণরঞ্জন চৌধুরী বলেন, গণতন্ত্রের প্রধান স্তম্ভের উপর এইরূপ আক্রমণ এক বিপজ্জনক ঘটনার ইঙ্গিতবাহী।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই রচনা থেকে সংকলিত
সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খণ্ড)
দাম ঃ প্রতি খণ্ড ৭০.০০, দুই খণ্ড একত্রে ১১০.০০ (ডাক খরচ পৃথক)
প্রাপ্তিস্থান ঃ দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন/রঘুনাথগঞ্জ/মুর্শিদাবাদ। ফোন ঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/৬৬২২৮ (প্রেস)/৬৭২২৮ (বাড়ী)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই ভাদ্র বুধবার, ১৪০৭ সাল।

॥ সাংবাদিক নিগ্রহে ॥

গত ১০ই এবং ১৩ই আগষ্ট এই রাজ্যে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, বোধ করি, রাজনীতির ঘৃণিত চক্রান্তকারীরা ছাড়া সর্ব স্তরের মানুষ প্রতিবাদে মুখর হইবেন। উভয় তারিখের ঘটনা সংবাদিক নিগ্রহ। প্রথমটি খোদ মহাকরণে এবং দ্বিতীয়টি উত্তরপাড়ায়। খবরে জানা যায় যে, রাজ্যের নানা এলাকায় সাংবাদিক নিগ্রহের জন্য সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের সংগঠন সারা রাজ্যে বিক্ষোভ দেখানর কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিবাদ-সভারও ব্যবস্থার কথা শুনা গিয়াছে। কলিকাতায় সাংবাদিকদের মৌন মিছিল হইয়াছে।

দুই ধরনের সাংবাদিক জন-পরিষেবায় নিযুক্ত থাকেন; সংবাদ সংগ্রহকারী এবং বিভিন্ন ঘটনার চিত্রগ্রাহক। অর্থাৎ প্রেস রিপোর্টার ও প্রেস ফোটোগ্রাফার। সংবাদ-পত্রের প্রকাশে ইঁহাদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র। নিজেদের জীবনের চরম ঝুঁকি লইয়া তাঁহারা কাজ করেন। প্রাণের মায়া তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া যাঁহারা আমাদিগকে বিশ্ব-সংবাদ পরিবেশন করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবশ্যই শ্রদ্ধার্হ; তাঁহাদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া যদি তাঁহারা রাজনীতির শিকার হন, তবে তাহার মত দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। প্রেস ফোটো-গ্রাফার যে ক্যামেরা লইয়া ছবি তোলেন, তাহা বেশ মূল্যবান। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে সেই মূল্যবান বস্তুটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। উপরওয়ালাদের নিকট তখন উক্ত ফোটো-গ্রাফারকে যথেষ্ট কৈফিয়ৎ দিতে হয়; হয়ত বা কিছু খেসারত দেওয়াও হয়। সংবাদ সংগ্রাহক নানা হেনস্থার মধ্যে পড়েন। উভয় সংবাদকর্মীই প্রায়শঃ দৈহিক নির্যাতন সহ্য করেন। তাঁহারা হামলার শিকার হইয়া কায়িক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অন্নসংস্থানের ব্যাপারকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

মহাকরণ হইতে নানা অতীব প্রয়োজনীয় সংবাদ রিপোর্টাররা সংগ্রহ করিয়া কাগজের মাধ্যমে জনগণকে ওয়াকিবহাল করেন। সংবাদ সব সময়েই শাসকদলের প্রীতিকর হইবে, এমত মনে করা ভুল। কিন্তু মহাকরণে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে, ইহা কোন সভ্য সমাজ ভাবিতে পারে না। কিন্তু ১০ই আগষ্ট যে সাংবাদিক নিগ্রহ হয়, এবং তাহার সমর্থনে যাঁহারা সোচ্চার, তাঁহারা রাজ্যের সর্বসাধারণের নিন্দা ছাড়া অন্য কিছু দাবী করিতে পারেন না। এমতও শুনা গিয়াছে যে, সাংবাদিকরা নাকি চড়াও হইয়াছিলেন। ইহা অন্যায় সমর্থনকারীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের বুলি। সাংবাদিকরা কাগজ-কলম লইয়া খবর সংগ্রহ করিতে এবং ছবি তুলিতে যান, দাঙ্গাবাজির মালমশলা তাঁহাদের কাছে থাকে না। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে চড়াও হওয়ার অভিযোগ অবান্তর। উত্তরপাড়ায় পুরসভার ভোট কভার করিতে গিয়া ১৩ই আগষ্ট সাংবাদিক—চিত্র সাংবাদিকদের নাকালের একশেষ হইয়াছে। এই নিগ্রহ করিয়াছিলেন সিপিএম দলের কর্মীরা যাঁহারা সদস্য নহেন। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহাশয় তাঁহার দলের জনৈক বিধায়ক প্রমুখাৎ জানিয়া সাংবাদিকদিগকে ইহা বলিয়াছেন।

কোনও দলের কর্মী বা সদস্য অথবা আর কেহ সাংবাদিকদের নিগ্রহ করিবেন, আর সংবাদ-পরিষেবার কাজ বিঘ্নিত হইবে, শারীরিক নির্যাতন সাংবাদিকদিগকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা জঘন্য অপরাধ। আমরা এই নিন্দনীয় কাজের প্রতিবাদ করিতেছি এবং সাংবাদিকরা মহাকরণে অথবা অন্যত্র যেন নিরাপদে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন, সরকারের নিকট সেই দাবী জানাইতেছি।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মহকুমায় উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হলো পাঁচটি স্কুল প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে ১০ই শ্রাবণ বুধবারের সংখ্যায় একটি হেডলাইন ছিল, 'মহকুমায় উচ্চ মাধ্যমিকে উন্নীত হলো পাঁচটি স্কুল'। মহকুমাবাসীর কাছে এই আনন্দ সংবাদ পোঁছে দেবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। উন্নীত স্কুলগুলোর পরিকাঠামোগর্ত দুর্বলতার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, তার জন্যেও ধন্যবাদ। মিথ্যে তো আর নয়! কিন্তু মুদ্রার একটি পিঠ দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন কেন? তার যে আর একটি পিঠ আছে, সেখানে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জের গরীব-গুর্বো ঘরের ছেলে-মেয়েদের উঃ মাঃ স্তরে লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের কথা, উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তোলার সম্ভাবনার কথা স্পষ্ট করে লেখা আছে, কৈ, বললেন না তো সেকথা! শুধু নেতির কথাই জানাবেন, অস্তিবাচক কিছুই শোনাবেন না? এই মহকুমাতেই তো দু-চারটে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের বেশ সুনাম আছে। সেগুলো কি উন্নত পরিকাঠামো নিয়েই ভূমিষ্ঠ হয়েছিল? শুরু থেকেই পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক-শিক্ষিকার ছড়াছড়ি ছিল নাকি ঐ প্রতিষ্ঠানগুলোয়?

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বাড়ালা রামদাস সেনের এক ৫ম শ্রেণীর ছাত্র দেখেছে, রিক্সা থেকে নামছেন হরেনবাবু, জঙ্গিপুর কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক এসেছেন স্কুলের সবে শুরু বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের রসায়ন শেখাতে; গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক তাদের যত্ন করে বায়োলজি পড়াচ্ছেন। ঘরের অভাব, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকের অভাব স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রাখেনি। এক-দেড় শতক পিছিয়ে যান, দেখতে পাবেন, এক খর্বকায় ব্রাহ্মণ তাঁর বিখ্যাত চটিজোড়া ফটফটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন গ্রামে-গঞ্জের দীনকুটীরে শিক্ষার অনির্বাণ প্রদীপ শিখা হাতে। কবে সায়েব সুবোদের মত উন্নত পরিকাঠামো হবে বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকেননি তিনি। আপনাদের পরিবেশিত সংবাদটির ইতিবাচক এই দিকের উল্লেখ করে একটিও শব্দ খরচ করলেন না কেন? 'ঐ সব স্কুল-গুলোর মধ্যে কারো কারো এবছর মাধ্যমিকের ফলাফল হতাশাজনক'—জানিয়েছেন, বেশ করেছেন, কিন্তু কারো কারো ফলাফল আশাব্যঞ্জক—সে কথা জানাবেন না কেন? পরিশেষে, নেতিবাচক, অর্ধ সত্য সংবাদ পরিবেশনের গড্ডালিকা প্রবাহে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' গা ভাসিয়ে দেবে না—একজন নিয়মিত পাঠক হিসেবে প্রত্যাশা করতেই পারি।

ধন্যবাদান্তে—

৫/৮/২০০০ মনোমোহন মুখার্জী

প্রধান শিক্ষক

বালিয়া উঃ মাঃ বিদ্যালয়

প্রতিবেদকের বক্তব্য: উচ্চশিক্ষার আলো গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে পড়ুক সকলেই চান। তবে সেই উচ্চশিক্ষা নিশ্চয়ই কেউই চান না যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা আধাশিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে শিক্ষিত বেকারের লাইনকে আরও দীর্ঘ করবে। আপনি ষাটের বা দেড়-দু' শতক বছর আগের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান চিত্রকে গুলিয়ে ফেলেছেন। বর্তমানে পরিকাঠামোহীন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে বাইরের ভাল শিক্ষকের কাছে নগদ অর্থে শিক্ষা কিনতে হয়—সে উচ্চবিত্তই হোক বা গ্রামের গরীব-গুর্বোই হোক। তবে সবাইকে সাক্ষর করবার অপচেষ্টার মতো যদি সরকার সবাইকে যেন তেন প্রকারে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট ধরিয়ে দিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে নতুন ইউনিয়ন গড়লেন সফর আলী

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ আগষ্ট ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও সম্প্রতি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত কমিশনার সফর আলী প্রায় ৭০০ বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন গঠন করলেন। বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা বহু মালিক জমা দিচ্ছেন না—এই অভিযোগের ভিত্তিতেই আন্দোলনে নামার জন্য ইউনিয়ন সভাপতি সফর আলী স্থানীয় হাসপাতাল মোড়ে ইউনিয়নের একটি দোতলা বাড়ীর উদ্বোধন করেন ঐ দিন।

মহকুমার দিকে দিকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতার ৫৩ বৎসর পূর্তি উৎসব জঙ্গিপুর মহকুমার দিকে দিকে পালিত হ'লো। প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে। সেখানে মহকুমা শাসক অমরনাথ মল্লিকের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, সংগঠন তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে। সকালে প্রাথমিক স্কুল ছাত্রছাত্রীরা ও বিভিন্ন সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রভাত ফেরীর মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করে। রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা স্পোর্টিং ক্লাব ঐ দিন একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রঘুনাথগঞ্জ থানা প্রাঙ্গণে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন, জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি দিনটি যথোচিত মর্যাদায় পালন করে। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন, কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ প্রশাসক বিশ্বরূপ ঘোষ, সি আই কমলকুমার রায়, থানার ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জীসহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা, এবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারীদের পাশাপাশি মঞ্চে রঘুনাথগঞ্জ থানার দুটি পৃথক সংগঠনের পুলিশ-কর্মীরা সম্বর্ধনা দেয়। এস ডি পি ও শ্রীঘোষ দিনটির তাৎপর্য উল্লেখ করে পঃ বঃ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন স্তরে উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ দেন। ওসি ধ্রুবজ্যোতি ব্যানার্জী সরাসরি নন্‌গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সংগঠনের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন নন্‌গেজেটেড সংগঠনের কর্মীরা পঃ বঃ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনকে আজকের দিনে ব্রিটিশের দালাল ও 'দাদাদের সংগঠন' বলে উল্লেখ করল। ওরা জানে না পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের কবে জন্ম, কি তাদের কর্মধারা। ওরা গণতন্ত্র আসলে কি তা ভুলেই গেছে। আর পুলিশ এ্যাসোসিয়েশন সত্যিই 'দাদাদের সংগঠন'। কারণ এরাই পুলিশ কর্মীদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে কথা বলে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুলিশ কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবীদাওয়াকে মেটাতে আন্দোলন করে চলেছে। এছাড়া এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সম্পাদকরাও নন্‌গেজেটেড কর্মচারীদের সমালোচনা করে পঃ বঃ পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের সামগ্রিক কর্মধারার কথা তুলে ধরেন। ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জ অরবিন্দ ভবন থেকে শ্রীঅরবিন্দের ১২৯তম জন্ম দিবস উপলক্ষে একটি প্রভাতফেরীরও আয়োজন করা হয়। ফরাক্কা এন টি পি সিতে পতাকা উত্তোলন, সি আই এস এফ ও ছাত্র-ছাত্রীদের মার্চ পাষ্ট ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দিনটি উদযাপিত হয়। স্থানীয় নেতাজী ষ্টেডিয়ামে জেনারেল ম্যানেজার বাল্মিকীপ্রসাদ পতাকা উত্তোলন করেন। বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

বিয়াল্লিশ বস্তা ভাঙ্গরী উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লালবাগ বি এস এফের একটি দল গত ৬ আগষ্ট জঙ্গিপুর বাবুবাজার এলাকা থেকে ৪২ বস্তা ভাঙ্গরী উদ্ধার করে। জাগুনপাড়ার পুরোনো ব্যবসায়ী মাওলানা সাইফুদ্দিন সেখের ভাড়া দেওয়া একটি ঘর থেকে ঐ বেআইনী মাল উদ্ধার হয়। ঘরটির ভাড়াটিয়া আইনাল সেখ বেপাত্তা।

হরিসভা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৬ ও ১২ আগষ্ট জঙ্গিপুর হরিসভা ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ৬ আগষ্ট সকালে ৭ কিমি রাস্তা দৌড় ও সন্ধ্যায় মশাল দৌড় এবং পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ও ১২ আগষ্ট জঙ্গিপুর স্কুল মাঠে সারারাত্রিব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত হয়। চিত্তাকর্ষক ফুলবল প্রতিযোগিতায় টাইব্রেকারে স্থানীয় রহমানপুর স্পোর্টিং ক্লাব রঘুনাথগঞ্জের নেপোলি স্পোর্টিংকে পরাজিত করে।

রেগুলেটেড মার্কেটে অবস্থান বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৯—১১ আগষ্ট জঙ্গিপুর রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (সিটু পরিচালিত) কর্মচারী সংগঠন এক অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচীর আয়োজন করে। রঘুনাথগঞ্জ শহর লাগোয়া ৩৪নং জাতীয় সড়কের উমরপুরে মার্কেট কমিটির মুখ্য বাজার চত্বর স্থাপন, চতুর্থ পেকমিশনের রিপোর্ট অবিলম্বে কার্যকর করা, অবৈধ কর্মচারী নিয়োগ বন্ধ করা প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে কর্মীরা অফিসের সামনে তিনদিনব্যাপী এই অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেন।

কান্তনগর হাই স্কুলে মহাজোটের প্রার্থীরা পরাজিত

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের কান্তনগর হাই স্কুলে গত ২০ আগষ্ট বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচনে চারটি আসনে সিপিএমের তিন প্রার্থী জয়লাভ করলেন। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মহাজোটের চার প্রার্থীর মধ্যে কেবলমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের এক প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন।

পাঁচটি স্কুল প্রসঙ্গে (২য় পৃষ্ঠার পর)

মরণপণ করে থাকেন, তবে আমাদের সংবাদ নেতিবাচক এবং অর্ধসত্য—নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিচ্ছি। পরিশেষে আরও একটা কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি। ষাটের দশকে মুষ্টিমেয় স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ শ্রেণীর) চালু ছিল। তখন উচ্চ ডিগ্রীধারী শিক্ষকের ছিল যথেষ্ট অভাব। তা সত্বেও ঐ সব স্কুলের শিক্ষকদের বিষয়ের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সুষ্ঠুভাবেই পঠনপাঠন চালানো সম্ভব হতো। কিন্তু যেদিন থেকে উচ্চ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্রেণীর) চালু হলো সেদিন থেকেই শুরু হলো আগের তুলনায় অনেক জটিল ও বিশাল কোর্স। অভাববোধ হতে লাগলো উপযুক্ত শিক্ষক ও ল্যাবরেটরির। যা আজও (১২ ক্লাস চালুর ২৪ বছর পরেও) গ্রাম গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির বিরাট সমস্যা। আর পরিকাঠামোর কথা চিন্তা না করেই জোর করে দিকে দিকে উচ্চ শিক্ষার পাঠশালা (!) খুলে কৃতিত্ব নিতে গিয়ে কয়েক বছরের মধ্যেই তার কি করুণ পরিণতি হয়, তার জাজ্বল্য উদাহরণ আমাদের মহকুমারই ফরাক্কা কলেজ। অসুস্থ রোগীর পেটে গুরুপাক খাবার হজম হবে কিনা সেটা চিন্তার সময় কিন্তু এখনই।

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬৬২২৮

সব প্রার্থী পরাজিত (১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিনিধি নির্বাচনেও জেলার ৫টি আসনে বাম প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন। জঙ্গিপুর মহকুমায় পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী সুশান্ত দাস (১২৬) বিজয়ী হয়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদে মোট ৪৪জন সদস্য থাকবেন। পদাধিকার বলে ডি আইসহ ৯জন সরকারী নমিনি। সভাপতি হবেন সরকার মনোনীত ব্যক্তি। এছাড়া নির্বাচনের মাধ্যমে আসবেন ১৫জন প্রাথমিক শিক্ষক, পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচ প্রতিনিধি, পুরসভার তিনজন প্রতিনিধি ছাড়াও জে বি টি কলেজ থেকে ১জন, জেলার বিধায়কদের মধ্যে ৬জন ও কাউন্সিলের কর্মচারীদের মধ্যে ১জন। জেলা পরিষদেও তিন বামপ্রার্থী নুরমহম্মদ, নুরুল হক ও মোনা মণ্ডল নির্বাচিত হন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। বিধায়কদের মধ্যে বিনা নির্বাচনেই চারজন বাম ও ২জন বিরোধী প্রার্থীকে সংসদে মনোনীত করা হয়েছে। এটি মূলতঃ সংসদ একেবারে বিরোধী শূন্য যাতে না থাকে তার জন্য দুইজন বিরোধী বিধায়ককে সংসদে নেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া শিক্ষা ভবনের একজন বাম প্রার্থীও নির্বাচনে জয়লাভ করে সংসদে এসেছেন। দিকে দিকে এত বামপ্রার্থী জিতে যাওয়ায় আগামী অক্টোবর মাসে পুরসভার তিন প্রতিনিধি নির্বাচনের গুরুত্ব একেবারেই রইল না।

এনটিপিসির কোয়াটার থেকে ধৃত (১ম পৃষ্ঠার পর)

কয়েক মাস ধরে আত্মগোপন করেছিল। পুলিশ জানায়, গোপন-সুত্রে খবর পেয়ে ১৪ আগষ্ট রাতে কোয়াটারটি ঘিরে ফেললেও টমসনের স্ত্রী কোয়াটারে অন্য কেউ নেই জানিয়ে দরজা খোলেনি। সঙ্গে মহিলা পুলিশ না থাকায় পুলিশ বাহিনীকে সারারাত ওখানে অপেক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন কোয়াটারে এই ধরনের সমাজ-বিরোধীদের ভাড়া দিয়ে কর্মীরা অসৎভাবে অর্থ রোজগার করছেন বলে এনটিপিসির পি এণ্ড এ দপ্তরে পুলিশ অভিযোগ আনে বলে জানা যায়।

সন্দেহ তৃণমূল কংগ্রেসকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জায়গায় গল্পগুজব করতে করতেই রাত ১০টা বেজে যায়। আমার বাড়ীর কাছেই কয়েকজন বয়স্ক মানুষ বসে তাস খেলেন। বাড়ী ঢোকার আগে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় পিছন দিকে কি যেন একটা ভারী জিনিষ গায়ে লাগে। পিছন ফিরে দেখি তিন যুবক সাইকেল চেপে পালাচ্ছে আর আমার গায়ে লেগে রাস্তায় পড়ে আছে গামছা বাঁধা একটি বোমা। সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে গেলে তিনজনের মধ্যে এক দুষ্কৃতি লতিব সেখ জঙ্গিপুর মির্দ্ধাপাড়ায় ধরা পড়ে। প্রচুর মানুষ জমায়েত হয়ে তাকে মারতে উদ্ধত হলে কংগ্রেস নেতা ইস্তেকাব আলম তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। বাকী দু'জন আগেই পালিয়ে যায়। লতিবের সাইকেলটি ঘটনাস্থলেই পাওয়া গেছে।' এই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিআই (এম) আজ ২৩ আগষ্ট বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল বার করে ও থানায় ডেপুটেশন দেয়। সুতীর কংগ্রেস বিধায়ক মহঃ সোহরাব এই ঘটনার তীব্র ধিক্কার জানান। তিনি বলেন, শহরের লোকালয়ের মধ্যে কোন রাজনৈতিক নেতাকে এভাবে আক্রমণ যারাই করুক তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

এ বি টি এ-তে ধস (১ম পৃষ্ঠার পর)

হোতা বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক নিমাই সেনগুপ্ত ও বর্তমানে বিদ্যালয়ের এ বি টি-এর প্রধান নেতা অজিতকুমার সরকার। এই ঘটনার প্রতিবাদে সদস্যরা একযোগে পদত্যাগ করেন। এমনকি তাঁরা এই মর্মে তাঁদের প্রতিবাদপত্র স্কুল সার্ভিস কমিশনের আঞ্চলিক দপ্তর মালদা ও বহরমপুরে সিলেকস্যান কমিটির সদস্য অধ্যাপক রবীন মজুমদারের নিকট পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকপদে সুদীপ্ত দাসের প্রার্থীপদের সুপারিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ষ্টাফ কাউন্সিল সেক্রেটারী সুজিত ঘোষ মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা করেছেন। ফলে কার্যতঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ আটকে গিয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে আগামী দিনে উদ্ভুত পরিস্থিতি আরও জটিল ও সংকটময় হয়ে উঠতে পারে।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯ (এসটিডি ০৩৪৮৩)

সকলকে অভিনন্দন জানাই—
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✱ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল
জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও
কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিন্ট শাড়ী সুলভ
মূল্যে পাওয়া যায়।
বিশেষ সরকারী ছাড় ১০%
✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪
দোলগোবিন্দ আলিপাত্র — সভাপতি
ধনঞ্জয় কাদিরা — ম্যানেজার
নবকুমার ভক্ত — সম্পাদক

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্ত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।